কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

নতুন দিন

COAST Foundation

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির, উখিয়া। জুন ২০২২

বর্ষ: ৪র্থ, সংখ্যা: ৪৪

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় "শিক্ষা প্রকল্পের" আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪ টি লার্নিং সেন্টার রয়েছে। যেখানে ৫৩৭৭ জন শিক্ষার্থী আনন্দদায়ক পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে নির্বাহী পরিচালক কেন্দ্রের সার্বিক অবস্থা অবলোকন করে শিশুদের ইংরেজী ভাষায় দক্ষ করে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ছবি: দিলিপ।

কোস্ট শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন কোস্ট নির্বাহী পরিচালক

কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য ৮৪টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। গত মে ২০২২ মাসে কোস্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে শিক্ষা প্রকল্পের ম্যানেজার ও কোস্ট ফাউন্ডেশনের মানবিক সহয়াতা কার্যক্রমের প্রধান সাথে ছিলেন।

পরিচ্ছন্নতার মানদন্ড হাতের নখ চেক করছেন নির্বাহী পরিচালক। ছবিঃ জসিম উদ্দীন।

পরিদর্শনকালে নির্বাহী পরিচালক শিশুদের সকালের সমাবেশে অংশ-গ্রহন ও ক্লাশ পরিচালনা পরিদর্শন করেন। ক্লাশ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সক্ষমতা ও শিশুদের অংশগ্রহনকে তিনি গুরুত্ব দেন।

প্রতিটি শিশু যেন ক্লাশের প্রতিটি সেশনে ভালোভাবে অংশগ্রহন করে সেজন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন। শিশুরা যেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ক্লাশে অংশ-গ্রহন করে সেজন্য তিনি শিক্ষক এবং সংশিল্ট সকলকে নির্দেশ দেন। তিনি শিশুদের হাতের নখ পরীক্ষা করে বলেন শিশুরা নখ কাটে কিন্তু আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি কেহ এই অভ্যাসের সাথে তালমিলিয়ে না নিতে পারে তবে আপনাকে এই দায়িত্ব নিতে হবে এবং প্রতিটি সেন্টারে শিশুদের জন্য নখ কাটার ব্যবস্থাসহ আপনাদের সদ্ইচ্ছা থাকাও বাঞ্চনীয়।

কেন্দ্রের রোহিঙ্গা বার্মিজ ভাষা শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করছেন নির্বাহী পরিচালক। ছবি: দিলিপ।

কেন্দ্রের রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে মতবিনিময় করছেন নির্বাহী পরিচালক। ছবি: দিলিপ।

পরিদর্শন শেষে তিনি সকল শিশুর প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়ার ও শিশুদের ইংরেজিতে দক্ষ করে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

৫০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু হওয়ার অপেক্ষায়

তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের বাড়ীতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিশু বিকাশ কার্যক্রম পাইলটিং আকারে বাস্তবায়ন করছে ইউনিসেফ। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষার অধিকার সমুন্নত হবে।

কোস্ট ফাউন্ডেশন ৫০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ১১০০ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রমের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। শুরু করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কোস্ট ৮০টি হোম বেজ কেন্দ্রের তথ্য সংগ্রহ করেছে। এই বাড়ীগুলো

শিশু বিকাশ কেন্দ্র শুরুর জন্য শিশুদের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ছবি: জিলানী।

নির্বাচন করতে কোস্ট প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবারের সাথে সরাসরি কথা বলা ও কমিউনিটির লোকদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছে। উল্লেখ্য বাড়ীগুলো ব্যবহারের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন সরাসরি কোনো অর্থ পরিশোধ করবেনা।

প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত ৮০টি কেন্দ্রের তথ্য উপাত্ত শিক্ষা কার্যক্রমের

কার্যক্রমের কর্মীগন সরজমিনে যাচাই বাছাই করে ৫০ টি বাড়ী নির্বাচন এবং সিআইসি অফিসকে অবগত করেছেন। সিআইসি অফিস মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন শেষে অনুমোদন দিলে শিঘ্রই শুরু হবে শিশু বিকাশ কার্যক্রম।
শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশু নির্বাচনের জন্য কোস্ট শিক্ষা পরিবারের কর্মীগন মাঠ পর্যায়ে ২২৫০ শিশুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলো এখন যাচাই বাছাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে।

শিশুদের মধ্যে পরিপাটি হয়ে লার্নিং সেন্টারে আসার প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দীর্ঘসুত্রিতা পাঁচ বছরে এসে ঠেকেছে। শিশুরাও অনেকটা এই পরিবেশে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। প্রতিটি পরিবারের শিশুরা এখন শিক্ষার সাথে জড়িত থাকার পাশপাশি তারা শিক্ষা কেন্দ্রে আসার ঐতিহ্যগুলো চর্চা করতে শুরু করেছে। শিশুরা শিক্ষকদের দেওয়া দিকনির্দেশনা মেনে চলার পাশাপাশি নিজেরা ও পরিপাটি হয়ে শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছে।

নূর হাসিনা লেভেল ১ এর শিক্ষার্থী। প্রথমত সে শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে চাইনি এবং তার বাবা সলিমুল্লাহ এবং মা রফিকা নূরকে পাঠাতে চাইনি।

পরিপাটি একদল শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে খেলায় মেতে উঠেছে। ছবি: জোসনা।

তাকে শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করানোর পর সে শুধু আসাতে হয় এমন ভাবে আসত কিন্তু সম্প্রতিক সময়ে তার পরিবর্তন হয়েছে এবং সে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে শিক্ষাকেন্দ্রে আসে।

মেয়ে শিশুদের জন্য আলাদা সেশন পরিচালনার পরিকল্পনা

বয়োসন্ধীকাল শুরু হওয়ার সাথে সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের মেয়ে শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রে আসা বন্ধ করে দেয়। এমন সমস্যার কারনে লেভেল ১ ও ২ এর পর লেভেল ৩ ও ৪ এর জন্য মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি শুন্যের কোটায় নেমে আসে। কোস্ট পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে লেভেল ৩ পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ আছে। ৫৩৭৭

মেয়ে শিশুদের অগ্রাধিকার ও মতামতের ভিত্তিতে তাদের জন্য আলাদা সেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ছবি: মিজান।

শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৫৫৬ মেয়ে এবং ২৮২১ ছেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় লেভেল ১ এ মেয়ে শিশুর সংখ্য ১৫১৯ জন, লেভেল ২ এ মেয়ে শিশুর সংখ্য ৯৫২ জন এবং লেভেল ৩ এ এসে এই সংখ্যা কমে ৮৫ তে দাড়ায়।
এমতাবস্থায় অবিভাবক সচেতনতা, কমিউনিটি অধিপরামর্শ ও সরাসরি মেয়ে শিশুদের সাথে আলোচনার পাশপাশি মেয়েদের জন্য আলাদা সেশনের ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব চুড়ান্ত করা হয়েছে।

কোস্ট ফাউন্ডেশন মেয়েদের জন্য এমন ১৮টি সেশনের ব্যবস্থা করেছে যেখানে ২২৩ শিক্ষার্থী অংশগ্রন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে এসমস্ত শিশুদের তালিকা চুড়ান্ত করাসহ শিক্ষাকেন্দ্রে আসা যাওয়ার পথে নিরাপদ বোধ করে সে পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

মতামতঃ যখন এলসির শিশুরা রেশন কার্ডের মালামাল, গ্যাস ও পানির জন্য রলাইনে অপেক্ষামান

ক্যাম্পে এলসি গুলোতে শিশু অনুপস্থিতির এবং শিশু শ্রমের সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে রেশনের মালামাল, গ্যাস,ও পানির পাহারাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করাতে গিয়ে প্রায় সব মা বাবা সন্তানদের এলসিতে ক্লাস

শিশুরা দোকানদার এবং শিশুরা ক্রেতা। ক্যাম্প ১৪, হাকিম পাড়া। ছবি: রেজাউল।

চলাকালীন সময়ে ডেকে নিয়ে যায়। শিশুরা এলসিতে আসার সময় মা বলে দেয় যে সে যেন একটু তাড়াতাড়ি চলে আসে কারণ তাকে রেশনের মালামাল বা গ্যাস বা পানি সংগ্রহে যেতে হবে।

নিয়মিত মালামাল সংগ্রহে শিশুদের সংশিল্টতা শিশুদের পড়ালেখার মুলধারা থেকে বিছিন্ন করে এবং ধীরে ধীরে এলসিতে আসতে এবং লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

একজন শিশু এই সব মালামালের সংগ্রহকারী হলে দেখা যায় যে সে মাসে প্রায় ৬ থেকে ৮ দিন আসতে পারে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে মায়ের সাথে ডাক্তার বা বেড়াতে যাওয়া তো থাকেই। মালামাল আনতে গিয়ে সে শিশু শ্রমে জড়িয়ে পড়ে। এক সময় সে উপার্জন করতে শিখে যায়। এবং তার মা বাবা ও সন্তানের উপার্জনে খুশি হয়ে এলসিতে আসা বন্ধ করে দিলেও তারা কিছু মনে করে না। শিশুর উপার্জনে মা-বাবা খুশি তাই এলসি থেকে শিক্ষক/শিক্ষিকা ডাকতে গেলে মা-বাবারা তেমন গুরুত্ব দেয় না। এমন সব কাজ থেকে শিশুদের

শিশুরা রেশনের মাল গ্রহনের পর ভারি হওয়ায় বহন করতে না পেরে অবিভাবকের জন্য অপেক্ষা করছে। ছবি: রেজাউল।

বিরত রাখতে অনেক সচেতনতামুলক সেশন প্রায় সকল সংস্থা ক্যাম্পে করেছে। রেশনের মালামাল, গ্যাস,ও পানি সংগ্রহের মত এমন কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখতে উর্ধ্বতন মহলের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।